তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ফলোআপ : নাজিম হত্যা

খুনিরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে হত্যা মিশনে অংশ নেয়

- মামলা যাচ্ছে ডিবিতে
- পুলিশ ৪ দিনেও খুনিদের শনাক্ত করতে পারেনি

মাসুদ রানা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সান্ধ্যকালীন আইন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ও ব্লগার নাজিমুদ্দিন সামাদের খুনিরা এসেছিল ঢাকার বাইরে থেকে। তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এ হত্যা মিশনে অংশ নেয় বলে ধারণা করছে গোয়েন্দারা। খুনিদের এক গ্রুপ নাজিমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে এবং অন্য গ্রুপ গুলি করে। গোয়েন্দা সূত্র আরও জানায়, খুনিরা পেশাদার। তারা নাজিমকে নজরদারিতে রেখেছিল এক মাস ধরে।

গোয়েন্দা সূত্রটি জানায়, খুনিরা কত দিন আগে ঢাকায় এসে অবস্থান নেয়, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তারা যে নাজিমকে টার্গেট করে ঢাকায় এসেছে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। এ রকম তথ্যের ভিত্তিতে খুনিদের গ্রেফতারে পুলিশের সঙ্গে সরকারের একাধিক সংস্থা ছায়া তদন্তে নেমেছে। সে ক্ষেত্রে শীঘ্রই খুনিদের শনাক্তের পাশাপাশি, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড হত্যা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

হত্যা : মিশনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংঘটিত হয়েছে, তাও বেরিয়ে আসবে। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে পুলিশের শীর্ষ মহল। ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে ডিবি পুলিশকে এক-দু'দিনের মধ্যে মামলার তদন্তভার দেয়া হতে পারে।

ছায়া তদন্ত করছে এমন একটি সূত্র বলছে, নাজিম মাত্র দুই মাস আগে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। এত দিন সিলেটে থাকার পর কেন তিনি এখানে ভর্তি হলেন, এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে কি না, বা তিনি সেখানে নিরাপদে ছিলেন না বলে ঢাকায় এসেছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে আল-কায়েদা। গত শুক্রবার জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ-এর ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা আনসার আল ইসলাম ঢাকায় নাজিমুদ্দিন সামাদ হত্যার দায় স্বীকার করছে। সাইটের এ তথ্যের কোন ভিত্তি নেই বলে এরই মধ্যে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম। এ দেশে এ ধরনের কোন সাইটও নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জানা গেছে, গত ৩০ অক্টোবর একইদিনে প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপনকে হত্যা ও আরেক প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুকে হত্যাচেষ্টার পর কিছুটা ভয় পেয়ে যান নাজিম। কিছুদিন গ্রুপ তিনি বিয়ানীবাজারে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। সেখানেই কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে ২০ দিন পর ঢাকায় ফিরে সে। নিহতের বন্ধু রাব্বি বলেন, নাজিমুদ্দিন সামাদের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। সে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিল।

নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে থাকা বন্ধু সোহেল তাদের জানিয়েছেন, গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সূত্রাপুরের ঋশিকেষ দাশরোডের একরামপুর মোড় অতিক্রম করার সময় পাশ থেকে দুই যুবক হেঁটে এসে নাজিমুদ্দিনের মাথায় কোপ দেন। এতে নাজিমুদ্দিন রাস্তার উপর পড়ে যান। আতঙ্কে সোহেল দৌড়ে রাস্তার অন্যপ্রান্তে চলে যান। রাস্তা পার হয়ে সোহেল দেখেন ওই দুই যুবক ছাড়া আরও তিন যুবক নাজিমুদ্দিন ঘিরে ফেলেছে। এ সময় খুনিদের একজন পিস্তল বের করে আল্লাহু আকবার বলে নাজিমুদ্দিনের মাথায় পরপর দুই রাউন্ড গুলি করে। এতে তার মাথার ডান দিকের খুলি উড়ে যায়।

গতকাল ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) সৈয়দ নুরুল ইসলাম বলেন, আপাতত মনে হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। তদন্ত শুরু হয়েছে। খুনিরা শীঘ্রই গ্রেফতার হবে। তিনি বলেন, খুনিরা যে নাজিমকে আগে থেকে টার্গেট করেছিল, তা প্রায় নিশ্চিত। উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীও হত্যাকাণ্ডের পেছনে জড়িত থাকতে পারে।

ব্লগার নাজিমুদ্দিন খুনের ঘটনায় গত চার দিন ধরে পুলিশ কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি। ঘটনায় নাজিমের বন্ধু সোহেল আহম্মেদসহ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনায় সূত্রাপুর থানার এসআই নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা করেন।

গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায় এখনও একরামপুর মোড়ের সুবর্ণা টেইলাস বন্ধ রয়েছে। সেখানে রক্তের ছাপ এখনও রয়েছে। কয়েকটি দোকান খুললেও তাদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে। একরামপুর মোড়ে তিন দিকে যাওয়ার রাস্তা থাকায় দুর্বৃত্তরা ওই স্থানটি বেছে নেয় বলে ধারণা করা হচ্ছে এলাকাবাসী।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ও সূত্রাপুর থানার ইনসপেক্টর (তদন্ত) সমীর চন্দ্র সূত্রধর বলেন, সম্ভাব্য সব কারণ সামনে রেখেই তারা তদন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আরও কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা মামলাটির ছায়া তদন্ত করছেন। আশা করছেন, শীঘ্রই তারা মামলার তদন্তের অগ্রগতি জানাতে পারবেন।

তিনি বলেন, দ্রুত মৃত্যু নিশ্চিত করতেই চাপাতি দিয়ে কোপানোর পর মাথায় গুলি করেন খুনিরা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা গুলির খোসাটি পিস্তলের বলেই ধারণা তার। তবে গুলির খোসার ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পর অস্ত্রটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সমীর চন্দ্র সূত্রধর আরও জানান, সন্দেহভাজন কয়েকজন খুনিকে তারা নজরদারিতে রেখেছেন। বিভিন্ন উপায়ে পাওয়া তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই ও আরও কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর প্রকৃত খুনিদের গ্রেফতার করতে তারা সক্ষম হবেন। নিহতের সঙ্গে থাকা বন্ধু সোহেলসহ ঘটনাস্থলের আশপাশের অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তারা। তবে কাউকে এখনও আটক কিংবা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি।

এদিকে নাজিমুদ্দিনের হত্যাকাণ্ড তদন্তে পুলিশের সন্দেহের তীর এখন উগ্রবাদী সংগঠন এবং তার ব্যক্তিগত শত্রুতার দিকে। গতকাল দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমনটাই জানিয়েছেন ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) মারুফ হোসেন সরদার। তিনি বলেন, নাজিমুদ্দিন হত্যাকাণ্ডটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। প্রাথমিকভাবে আমরা উগ্রবাদী সংগঠন ও তার ব্যক্তিগত শত্রুতার বিষয়টি সামনে রেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। নাজিমুদ্দিন হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা, সাইট ইন্টেলিজেন্স প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে মারুফ হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি বলেন, অতীতেও যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার সবকটির বেলায়ই বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী দায় স্বীকার করেছিল বলে দাবি করেছিল সাইট। কিন্তু পরিবর্তীতে তদন্তে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি আরো বলেন, নাজিমুদ্দিনের বিষয়টিও আমরা তদন্ত করছি। তদন্ত শেষে সবকিছু পরিষ্কার করে বলা যাবে।